



দুদক বার্তা

অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ

এ সংখ্যায় যা আছে

- ◆ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম
- ◆ এনফোর্সমেন্ট অভিযান
- ◆ প্রতিরোধ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- ◆ উল্লেখযোগ্য মামলা, চার্জশীট, বিচার ও দণ্ড
- ◆ ক্রোক, জন্ম ও বাজেয়াঙ্গ
দুর্নীতি বিরোধী আইন পরিচিতি
- ◆ আসন্ন কর্মসূচি

কোথায় ও কীভাবে অভিযোগ করবেন

- ই-মেইল: chairman@acc.org.bd
- ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ (Anti-Corruption Commission-Bangladesh)
- দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬-এ (টেল ফ্রি) কল করে
- প্রবাসীগণ +৮৮০৯৬১২১০৬১০৬ নম্বরে কল করে
- কমিশনের চেয়ারম্যান/কমিশনার বরাবরে দুদক প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকার ঠিকানায় লিখিতভাবে
- ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক বরাবর লিখিতভাবে
- কমিশনের সকল জেলা/সমর্পিত জেলা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক বরাবর লিখিতভাবে

দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রে নিচের দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে জানাতে কল করুন



১১তম বর্ষ ◆ ৪৪তম সংখ্যা ◆ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ◆ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ



দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক প্রতিবছর পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৯(১) এবং ২৯(২) ধারা অনুযায়ী কমিশন প্রতি বছর মার্চ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে এবং তিনি তা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় এবছর ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে কমিশনের পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে কমিশনের প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি, কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি দমনের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, সম্পাদিত কাজের অ্যাড্রিল ও বাহ্যিক জবাবদিহিতা, এনফোর্সমেন্ট অভিযান, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ, গণগুলান, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, দুদক প্রাতিষ্ঠানিক টিমের দণ্ডর ভিত্তিক সুপারিশমালা, সাম্প্রতিক অর্জন এবং সরকার প্রদত্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্যসহ তবিয়ত অভিযান্ত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা অত্যন্ত রয়েছে।

২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর দেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের শুরু থেকেই কমিশনের তফসিলভুক্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহের অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলার পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০২২ সালে বিভিন্ন উৎস হতে ১৯,৩০৮টি অভিযোগ পোওয়া গেছে। এর মধ্যে ১০১টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য অনুমোদিত রয়েছে। ৩,১৫২টি অভিযোগ তদন্ত/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দণ্ডর/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সময়কালে অনুসন্ধান শেষে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিবর্গের বিকান্দে কমিশন ৪০৬টি মামলা রঞ্জ করেছে এবং তদন্ত কার্যক্রম শেষে ২২৪টি মামলায় বিজ্ঞ আদালতে চার্জশীট দাখিল করেছে। ২০২২ সালে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ১১১টি মামলায় সাজা প্রদান করা হয়েছে। তদুপরি আদালতের রায়ে ২৬৩২, ৪১, ৪৩, ৭৮৩ (দুই হাজার ছয়শত বাত্রিশ কোটি একচাল্লিশ লক্ষ তেতালিশ হাজার সাতশত তিরাশী) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও ১৩,৯৬, ১৯, ১৬৭ (তেরো কোটি ছিয়ানবৰই লক্ষ উনিশ হাজার একশত সাতশটি) টাকা বাজেয়াঙ্গ করা হয়েছে।

দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে জনবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কমিশনে দীর্ঘদিন পর বিভিন্ন পদে ৪০৬ জন কর্মচারী সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মহাপ্রিচালক, পরিচালক, উপপ্রিচালক, সহকারী পরিচালক ও উপসহকারী পরিচালকসহ বিভিন্ন পদে ১৩২ জনকে পদেন্দৃতি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও কমিশনের কর্মচারীদের ভালো কাজের জন্য নিয়মিত শুকাচার পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। ছয় জন কর্মচারীকে শুকাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সালে পরিবেশ অধিদণ্ডে সংক্রান্ত দুদক প্রাতিষ্ঠানিক টিমের সুপারিশমালা বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ পরিবেশ অধিদণ্ড-এর আইন, বিধি, পরিচালন পদ্ধতি, সরকারি অর্থ অপচয়ের দিকসমূহ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন একটি প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করে।

দুর্নীতি দমনের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন ও সম্প্রস্ত করে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে কমিশন মনে করে। ঘৃষ্ণ ও দুর্নীতি সম্পর্কে জনগণ সোচার না হওয়ায় আজ তা সমাজে ছাড়িয়ে পড়েছে। কমিশন আন্তরিকভাবে বিখাস করে, আমাদের মহান স্বাধীনতাকে অর্ধবই করতে এবং এর সুফল সকলের মাঝে ছাড়িয়ে দিতে হলে এদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। কতিপয় দুর্নীতিবাজ, অর্থ পাচারকারীর কারণে এদেশের মাথা নিচু হতে দেয়া যাবে না। সেজন্য দুর্নীতিবাজদের অবশ্যই আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি এগুলো প্রতিরোধ করতে ইলেক্টোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ সভা-সমাবেশ, ধর্মীয় বয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি জরুরি। এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন অর্পিত দায়িত্ব পালনে

দুদক বার্তার জন্য কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

দিবস উদযাপন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশনের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মস্টিনউদ্দীন আবদুল্লাহ সভাপতিত করেন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকল ভাষা শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং এ প্রসঙ্গে তাদের মূল্যবান বক্তৃব্য প্রদান করেন। এছাড়া আলোচনা সভায় ভাষা আন্দোলনের চেতনা ধারণ তথা বর্তমান বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।



২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন



১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

২৬ মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশনের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ ২৬ মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে তাদের মূল্যবান বক্তৃব্য প্রদান করেন। এছাড়া বিষয়ভিত্তিক বক্তৃব্য উপস্থাপন করা হয়। আলোচনা সভায় মহান স্বাধীনতা এবং বর্তমান বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মস্টিনউদ্দীন আবদুল্লাহ সভাপতিত করেন। এতে কমিশনের কমিশনার জনাব ড. মো: মোজাম্মেল হক খান ও কমিশনার জনাব মোঃ জহরুল হক, সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, মহাপরিচালকগণ, পরিচালকগণ, উপপরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন সকল বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারিবৃন্দ।



২৬ মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে
আলোচনা সভা

নিয়োগ, প্রেষণ, পদোন্নতি, অবসর ও পুরস্কার

সরাসরি নিয়োগ	১১৪ জন
পদোন্নতি	১৯ জন
অবসর গ্রহণ	১৬ জন
প্রেষণে নিয়োগ	০৬ জন
বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	০২
লঘুদণ্ড (তিরক্ষার)	০১

দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের গৃহীত পদক্ষেপ



০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত দুদক অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত ৫০৮ টি অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়। তন্মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দণ্ডের ১৪৪টি পত্র প্রেরণ করা হয়। দুদক আইনে তফসিল বহির্ভূত হওয়ায় পরিসমাপ্ত বা সংযুক্তভূত অভিযোগের সংখ্যা ৩৮টি। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১৯৯টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান হতে কমিশনের অনুমোদনে উদ্ভূত অনুসন্ধান সংখ্যা ১৩টি।

এনফোর্সমেন্ট ইউনিট পাসপোর্ট অফিস, সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমিশনেক্স, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সমাজসেবা অফিস, বিআরটিএ, সড়ক ও জনপথ, তিতাস গ্যাস ও অন্যান্য গ্যাস অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজটক), পৌরসভা কার্যালয়, গৃহযন্ত্রণ ও গণপূর্ত অধিদপ্তর, জেলা/উপজেলা নির্বাচন অফিস, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন/জেলা কৃষি অফিস, ওয়াসা, ঢাকা দক্ষিণ/উত্তর সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি কার্যালয়ে অভিযান পরিচালনা করে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম



০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০২৩ সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের ৩৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১০৯ জন নবনিয়োগকৃত কনষ্টেবলদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। “দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের” অর্থায়নে ৮৯ জন কর্মকর্তাকে মানিলভারিং তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ দায়িত্বপালন সংক্রান্ত ৬৭ জন কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এছাড়া ৩০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণে শুল্কচার ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ৬০ জন কর্মচারীকে দুদকের দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গণশুনানি কার্যক্রম



জানুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২৩ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ০৪টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবাদানকারী অফিস ও দপ্তর সমূহের কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে গণশুনানির মাধ্যমে তৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ গাজীপুর মহানগরে অবস্থিত সকল সরকারি অফিসের, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ফরিদপুর মহানগরে অবস্থিত সরকারি অফিসের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উপর গণশুনানি, ১ মার্চ ২০২৩ বগুড়া মহানগরে অবস্থিত সকল সরকারি অফিসের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগের সংখ্যা ২২৫টি। এর মধ্যে ৬৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১৫৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে বিবিধ কার্যক্রম



শিক্ষা উপকরণ বিতরণ



প্রশিক্ষণ



সততা সংঘের সমাবেশ



বিতর্ক প্রতিযোগিতা



জানুয়ারি ২০২৩ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত মামলা/চার্জশীট

	মামলা	চার্জশীট
মোট মামলার সংখ্যা	৪৮	৫৩
মামলার আসামির সংখ্যা	১০২	৯৭
মামলার এজাহারভুক্ত আসামিগণের পেশা :		
সরকারি চাকরি	৫৭	৪০
বেসরকারি চাকরি	১৫	৮
ব্যবসায়ী	১২	১৭
রাজনীতিবিদ	০	০
জন প্রতিনিধি	১	২
অন্যান্য	১৬	৩০
অপরাধের ধরন :		
জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন	১৭	১৮
আত্মসাং	২৫	২৯
মানিলভারিং	০	০
ঘুষ লেনদেন	০	১
জাল-জালিয়াতি	৫	৮
মিথ্যা অভিযোগ দায়ের	১	১

তথ্যসূত্র: কংগ্রেস রুম/নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা

ক্র. নং	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, মামলা নং ও ধারা
১	আনিস আহমেদ, নির্বাহী কর্মকর্তা, এমজিএইচ এস্প, পিতা-এম গাজিউল হক, ঠিকানা-বাড়ি নং ২৪, রোড নং-০৪, ব্লক-কে, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা।	১৩৬,০২,৭৭,৮০০/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও নিজ ভোগ দখলে রাখা এবং উক্ত সম্পদ হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তরের অভিযোগ। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর মামলা নং-২২, তারিখ: ২৮/১২/২০২২ খ্রি. রজু করা হয়।
২	(১) ক্যাপেটন ইশরাত আহমেদ, সাবেক পরিচালক ফ্লাইট অপারেশন, (২) মোঃ শফিকুল আলম সিন্দিক, সাবেক ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার, (৩) মোঃ আবদুর রহমান ফারুকী, মহা-ব্যবস্থাপক (মুদ্রণ ও প্রকাশনা), (৪) শহীদ উদ্দিন মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক প্রিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার, সার্ভিসেস অ্যান্ড অডিট (আইআন্ডকিউএ), (৫) দেবেশ চৌধুরী, সাবেক-প্রিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার (এমসিসিএন্ডএল/এম); (৬) গোলাম সারওয়ার, Airworthiness Consultant, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, (৭) গাজী মাহুদ ইকবাল, সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার (ইঞ্জিঃ সার্ভিসেস), প্রকৌশল অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., ঢাকাসহ মোট ২৩ জন কর্মকর্তা।	ইঞ্জিন্ট এয়ার থেকে দুটি এয়ারক্রফট লীজ গ্রহণ ও পরবর্তীতে বি-ডেলিভারি পর্যন্ত বিমান-বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর সর্বমোট ১১৬১ কোটি টাকার ক্ষতি সাধনপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগ। দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর মামলা নং-০১, তারিখ: ০৬/০২/২০২৩ খ্রি. মামলা রজু করা হয়।
৩	জনাব আব্দুল হামিদ মিয়া, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রিমিয়াম লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল লি., হ্যাপি রহমান ফ্লাজা (৫ম ফ্লোর), ২৫-২৭, কাজী নজরুল এভিনিউ, বাংলামটোর, ঢাকা ও অন্যান্য ০১ জন।	পরস্পর যোগসাজে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে ৪,১৬,৯৭,৭৭০/- টাকা আত্মসাতের দায়ে দুদক, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-০১, তারিখ: ০১/০১/২০২৩ খ্রি. রজু করা হয়।
৪	জনাব সৈয়দ তৈয়াবুল বশর, পিতা: সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারীসহ অন্যান্য ১৪ জন।	ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক প্রাইম ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর ৩৯.৪০ কোটি টাকা ঋণ মণ্ডের ও বিতরণ করে আত্মসাত পূর্বক উক্ত টাকা স্থানান্তর, রূপান্তর ও হস্তান্তরের দায়ে দুদক, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং- ০৬, তারিখ: ১৯/০২/২০২৩ খ্রি. রজু করা হয়।
৫	জনাব উমে কুলসুম মাঝান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানী লি. (বিআইএফসি) ও অন্যান্য ১২ জন।	৩৬,৪৯,৩১,০৪৭/- টাকা আত্মসাতের দায়ে দুদক, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং- ০৫, তারিখ: ২৬/০১/২০২৩ খ্রি. রজু করা হয়।



৬	মেজর (অবং) এম, এ মাল্লান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানী লি. (বিআইএফসি) ও অন্যান্য ১২ জন।	বিআইএফসি এর কর্মকর্তাগণ প্রতারণামূলকভাবে মেসাস আন্দুলাহ ব্রাদার্স এর স্বত্ত্বাধিকারী মোঃ আমিনুর রহমান খানের নামে ১৭,৫০,০০,০০০/- টাকা খণ্ড মঙ্গুর ও বিতরণ দেখিয়ে সুদসহ ৩৭,৫৭,৯৭,৫৬৭.৭৫/- টাকা আত্মসাতের দায়ে দুদক, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-০৯, তারিখ: ২২/০২/২০২৩ খ্রি. রুজু করা হয়।
৭	মেজর (অবং) এম, এ মাল্লান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানী লি. (বিআইএফসি), পুলিশ প্লাজা, ঢাকা ও অন্যান্য ১৩ জন।	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পরম্পর যোগসাজশে, একে অন্যের সহায়তায় প্রতারণামূলকভাবে মেট্রোপলিটন সিএনজি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আকবর হোসেন এর নামে ৬,০০,০০,০০০ (ছয় কোটি) টাকা খণ্ড মঙ্গুর ও বিতরণ করে উক্ত খণ্ডের ৩,৭৬,৪৬,৩১৩ টাকা আত্মসাত করায় দুদক, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং- ০৫, তারিখ: ২০/০৩/২০২৩ খ্রি. রুজু করা হয়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলায় চার্জশীট

ক্রঃ নং	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	১। মোহাম্মদ সাহেদ, চেয়ারম্যান, রিজেন্ট হাসপাতাল লি., ২। মোঃ ইব্রাহিম খলিল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিজেন্ট হাসপাতাল লি. ৩। মোঃ সোহামুর রহমান, সাবেক প্রিসিপাল অফিসার, এসএমই ব্যাংকিং, এনআরবি ব্যাংক লি., কর্পোরেট হেড অফিস, ঢাকা, বর্তমানে এভিপি, ব্রাক ব্যাংক লি., ইসলামপুরা।	এনআরবি ব্যাংক লি., কর্পোরেট হেড অফিস, ঢাকার ৮১,১০,৬৫০/- টাকা খণ্ড নিয়ে আত্মসাত।
২	মোঃ মতিউর রহমান (মতি), কাউন্সিলর ০৬নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, থানা- সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ।	কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৬,০১,৭২,২৬৫/- তথ্য গোপন এবং ১০,৮৬,০৫,৬৩৯/- জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৩	রোকেয়া রহমান, স্বামী: মোঃ মতিউর রহমান (মতি), গ্রাম- সুমিল পাড়া, আদমজী নগর, থানা- সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ।	৫,৬০,৭৮,৩৯৭/- তথ্য গোপনসহ ৫,৬১,১৮,৩৯৭/- জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৪	এ এম কামরুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা শাখা), খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা।	৫৪,৮০,৯৪৩/- তথ্য গোপনসহ ২,০৩,৮২,৮৭৮/- জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৫	মিসেস নাসিমা খাতুন, স্বামী- এএম কামরুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা শাখা), খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা।	৬৩,৯৭,৯২৫/- জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৬	মঈন উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লি., গুপ্তখাল, এয়ারপোর্ট রোড, পতেঙ্গা চট্টগ্রাম।	৮১,১০,৩৪,২৯১/- টাকা আত্মসাত।

জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত বিজ্ঞ আদালতের ক্রোক ও অবরুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য

	০৪ টি নথিতে ক্রোককৃত সম্পদ	০৬ টি নথিতে অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
দেশে	৩.০৬৭৭২ একর জমি, মূল্য- ১,১৭,২৩,৮৩১/- ০১ টি ফ্ল্যাট, মূল্য-৫৮,৪২,১৭৫/- ০১ টি প্ল্ট, মূল্য-২৫,৩০,৮০০/- ০১ টি দোকান, মূল্য-১৫,৫০,০০০/-	৪১টি ব্যাংক হিসাব ও ১২টি এফডিআর এ স্থিতির পরিমাণ- ২৪,১৪,৬০,৫৮৩/- টাকা ০৮টি সঞ্চয়পত্র ও বন্দ-৭৫,৭১,২৮৯/- টাকা
বিদেশে	০১ টি বাড়ি	০৩টি ব্যাংক হিসাব
মোট মূল্য	২,১৬,৪৬,৮০৬/- (দুই কোটি ষোল লক্ষ ছেচলিশ হাজার আটশত ছয় টাকা)।	২৪,৯০,৩১,৮৭২/- (চৰিশ কোটি নৱাঁই লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশত বাহাতর টাকা)।

** মোট ০৭ টি আদেশে ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে

মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত আদালত এর হালনাগাদ তথ্য

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে মোট ৩,৩২০ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ২,৮৮৯টি মামলার বিচার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে এবং মাননীয় হাইকোর্টের আদেশে ৪৩১ টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। বর্তমানে উচ্চ আদালতে ৬৬০ টি রিট, ৭৮৭ টি ফৌজদারি বিবিধ মামলা, ১,০৪৭ টি আপীল মামলা ও ৫৩৭ টি ফৌজদারি রিভিশন মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া মাননীয় উচ্চ আদালত কর্তৃক ০৮ টি মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।



উল্লেখযোগ্য বিচার ও দণ্ড

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩ প্রাপ্তিকে ১৯ টি মামলা বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ৬২ টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামী	বিচার ও দণ্ড
মোঃ রফিকুল আলম, স্বাধিকারী মেসার্স সফিক ট্রেডিং এন্ড কোং লি., টানবাজার, নারায়ণগঞ্জসহ ২ জন।	গত ০৫-০১-২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামীদের বিবুক্তে বুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পলাতক আসামী ১. মোঃ আব্দুস সামাদকে ০৩ বছরের কারাদণ্ডসহ ৫,৫০,০০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও উপস্থিত আসামী মোঃ রফিকুল আলমকে ০১ বছরের কারাদণ্ডসহ ৫,৫০,০০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৮ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
শাহ মোঃ হারুন, ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লি. সহ মোট ৫ জন।	গত ০৯-০২-২০২৩ তারিখ রায়ে- পলাতক আসামী ১. শাহ মোঃ হারুন, ২. মোঃ ফজলুর রহমান, ৩. মাহমুদ হোসেন, ৪. কামরুল ইসলাম এবং উপস্থিত আসামী ৫. মোঃ ইমামুল হকের বিবুক্তে বুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ৪০৯/১০৯ ও ৫(২) ধারায় প্রত্যেককে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ০২ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আসামীগণকে দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় প্রত্যেককে ০৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। আসামীদের উভয় দণ্ড একত্রে চলবে।
মোঃ আশরাফ আলী হাওলাদার, প্রাক্তন সেটেলমেন্ট অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকাসহ ৩ জন।	গত ২৮-০৩-২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামীদের বিবুক্তে বুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১. মোঃ আশরাফ আলী হাওলাদারকে ০৫ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ২. মোঃ মনিরুল ইসলামকে ০২ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর আসামী মৃত্যুবরণ করায় খালাস প্রদান করা হয়েছে।
মোঃ শামী উল্লাহ, প্রাক্তন এ জি এম, জনতা ব্যাংক লি., গেড়ারিয়া শাখা, ঢাকাসহ ০২ জন।	গত ০৬-০২-২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামীদের বিবুক্তে বুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উপস্থিত আসামী ১. মোঃ শামী উল্লাহকে ৪০৯/১০৯ ধারায় ০৩ বছর, ৪৬৭/১০৯ ধারায় ০৩ বছর, ৪৬৮/১০৯ ধারায় ০২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। সকল সাজা একত্রে চলবে। পলাতক আসামী ২. মোহাম্মদ শাহনুরকে ৪০৯/১০৯ ধারায় ০৩ বছর, ৪৬৭/১০৯ ধারায় ০৩ বছর, ৪৬৮/১০৯ ধারায় ০২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সকল সাজা একত্রে চলবে। বর্ণিত জরিমানার টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াষ্ট হবে।
মোঃ তাজুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, দামপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিকলী, কিশোরগঞ্জ।	গত ০৪/০১/২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামীর বিবুক্তে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ৪০৯ ধারায় ০৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৪৬৭ ধারায় ০৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। সকল সাজা একত্রে চলবে।
মোঃ এনায়েত হোসেন সাবেক সহকারী, গোপালগঞ্জ সদর সাব-রেজিস্ট্রার অফিস গোপালগঞ্জ সহ ১২ জন।	গত ০৫/০১/২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামীদের বিবুক্তে বুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামী ১. সুখ রঞ্জন রায় (পলাতক), সাবেক সাব-রেজিস্ট্রারকে দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ০৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৪ কোটি ০২ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৪৬৭ ধারায় ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫(২) ধারায় ০৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫(২) ধারায় ০২ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৪৬৭ ধারায় ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৪৬৭ ধারায় ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং মোঃ এনায়েত হোসেনসহ অপর ১৯ জন আসামীর বিবুক্তে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বে-কসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে। উপরোক্ত সকল সাজা একত্রে চলবে।



দুর্নীতি বি঱োধী আইন পরিচিতি

দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭

উৎকোচ ও দুর্নীতি অধিকতর কার্যকরভাবে প্রতিরোধে ১১ মার্চ ১৯৪৭ তারিখে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়। উক্ত আইনে
পাবলিক সার্ভেন্ট বা গণকর্মচারীদের নিয়বর্ণিত কার্যকলাপকে অপরাধমূলক অসদাচরণ তথা দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়:

আইনের ধারা	অপরাধ ও শাস্তি
৫(১) ফৌজদারি অসদাচরণঃ একজন সরকারি কর্মচারী ফৌজদারি অসদাচরণের অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন -	(ক) যদি তিনি, দঙ্গবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৬১তে বর্ণিত উদ্দেশ্য বা পুরস্কার হিসাবে তার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য, কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন প্রকার বকশিষ্ঠ (বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত) গ্রহণ করেন বা প্রাপ্ত হন অথবা গ্রহণ করতে সম্মত হন বা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হন, অথবা (খ) যদি তিনি, তার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য, কোন ব্যক্তির নিকট হতে, যে ব্যক্তি, তার জানামতে, তার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বা পরিচালিত হবে এরপ কোন কার্যধারা বা কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছেন বা হবেন বা জড়িত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা যে ব্যক্তির সাথে তার নিজের বা তার উর্ধ্বর্তন সরকারি কর্মচারীর কোন দাঙ্গরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত সম্পর্ক রয়েছে, অথবা তার জানামতে উল্লিখিত কর্মকান্ডে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে, স্বার্থ রয়েছে বা সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এরপ কোন প্রকার বিনিয়ম ছাড়া বা তার জাতসারে অপর্যাপ্ত বিনিয়মের মাধ্যমে, কোন মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করেন বা প্রাপ্ত হন অথবা (গ) যদি তিনি, অসৎভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে অথবা অন্য কোনভাবে সরকারি কর্মচারী হিসাবে তাকে ন্যস্ত বা তার নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সম্পত্তি আলুসাং করেন বা অন্য কোনভাবে তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য রূপান্তর ঘটান অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে এরপ কার্য করার সুযোগ প্রদান করেন, অথবা (ঘ) যদি তিনি, অসৎ বা অবৈধ পন্থায় বা অন্য কোনভাবে সরকারি কর্মচারী হিসাবে তার পদমর্যাদার অপব্যবহার করে তার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন মূল্যবান দ্রব্য বা আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হন বা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হন, অথবা (ঙ) যদি তিনি অথবা তার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি, তার জাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গিতপূর্ণ কোন আর্থিক সহায় বা সম্পদ অধিকারে রাখেন, যার ফুক্সসংগত হিসাবে প্রদানে উক্ত সরকারি কর্মচারি ব্যর্থ হন।
উক্ত অপরাধের শাস্তি হিসেবে আলোচ্য আইনের ৫(২) ধারা অনুযায়ী	কোন সরকারি কর্মচারী অপরাধমূলক অসদাচরণ সংগঠিত করলে বা করবার উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অপরাধমূলক অসদাচরণ সংক্রান্ত সম্পত্তি আদালতের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত করা যাবে মর্মে বিধান রাখা হয়।

আসন্ন কর্মসূচি

গণশুনানি

- ১৪.০৫.২০২৩ (সাতক্ষীরা সদর)
- ১৭.০৫.২০২৩ (বিনাইদহ সদর)
- ৩০.০৫.২০২৩ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর)
- ০৬.০৬.২০২৩ (জামালপুর সদর)
- ১৩.০৬.২০২৩ (রংপুর সদর)
- ১৮.০৬.২০২৩ (বরিশাল সদর)

দুর্নীতি দমন কমিশনের নাম ভাষ্যে ভুয়া পরিচয় প্রদান ও অর্থ দাবিকারী প্রতারকচক্রের বিষয়ে

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

একশ্রেণির প্রতারকচক্র কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের নাম ভাষ্যে ভুয়া পরিচয় দিয়ে (সশরী-রে/টেলিফোনে/ভুয়া পত্র প্রদান করে) জনসাধারণকে বিভাস্ত করা হচ্ছে এবং অর্থ দাবী করা হচ্ছে মর্মে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতারকচক্র সাধারণ মানুষকে হয়রানি করাসহ দুদকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, দুর্নীতি দমন কমিশন কারো বিরুদ্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত শুরু করলে পত্র মারফত উক্ত ব্যক্তিকে জানানো হয়; টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয় না।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত কর্মকান্ড বিষয়ে কোনরূপ তথ্য পেলে দুদকের হটলাইন-১০৬ অথবা মহাপরিচালক মীর মোঃ জয়নুল আবেদীন শিবলী (মোবাইল: ০১৭১১-৬৪৪৬৭৫), উপপরিচালক (জনসংযোগ) জনাব মুহাম্মদ আরিফ সাদেক (মোবাইল: ০১৭১১-৫৭৩৮৭৪) এর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রয়োজনে নিকটস্থ দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যালয়ে কিংবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/
মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব
দুর্নীতি দমন কমিশন

যোগাযোগ

রেজওয়ানুর রহমান

মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি,
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

মুহাম্মদ আরিফ সাদেক

উপপরিচালক (জনসংযোগ) ও সম্পাদক, দুর্নীতি বার্তা
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

প্রধান কার্যালয় : দুর্নীতি দমন কমিশন, ১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা

ফোন : ২২২২২৯০১৩

pr.acc.hq@gmail.com www.acc.org.bd